হারানো দিন
আরতি দে

পদ্মা মেঘনা মধুমতীর উল্লাস দেখেছি উপকূলে বসে
ভেসেছি নৌকায় তারই বুকের মাঝে
দেখেছি গ্রামগঞ্জে সরলে সহজে দেখেছি সবুজ মাঠে
সোনাঝরা ধানের শিষে।

দেখেছি চাষির ছেলে ধান কাটে খালি গায়ে
মাটির ঘরে দেখেছি ধানের গোলা
দেখেছি গাঁয়ের বধূ গাগরি ভরতে পটু ঘোমটা টেনে
যাচ্ছে সবে নদীর কিনারায়।

দেখেছি গ্রীষ্মের ফল কুড়াতে শিশুর দল
নগ্নদেহে সাজি হাতে। বর্ষায় দেখেছি
খালেবিলে নৌকা বেয়ে যাচ্ছে কত পুরুষ নারী
শরতে দেখেছি গাঁয়ের পুজো

একই সাথে হয়েছে জড়ো কচি আর বুড়ো।
দেখেছি হেমন্তে গাঁয়ের নবান্ন নতুন চালে নুতন গুড়ে
স্বাদেই অভিন্ন। শীতে ঘরে ঘরে দেখেছি পিঠে
চুষি পায়েস খেয়েছি তার আজও পাই গন্ধ

পেয়েছি বসন্তে কোমল হাওয়া কাননে দুলেছে কত
ফুলের মেলা। দেখেছি আঙিনায় বসে চাঁদের মুখে হাসি
খেলেছি শিশুর সাথে জোছনায়, রাতে কানামাছি
শুনেছি সন্তানহারা মায়ের হাহাকার

নদীতীরে দেখেছি জ্বলতে শ্মশান।
নির্জন সৈকতে বসে শুধুই মন বলে
নৌকা বেয়ে যাচ্ছে মাঝি ফিরে আয় ডাকে
ফিরে আয় ওরে ফিরে আয় ডাকে।

সমর্পণ
আরতি দে

বুনোঘাসে ঢেকে গেছে সাবলীল রাজপথ
লকলক করে বেড়ে উঠেছে বুনোলতা
বিষণ্ন ক্যানভাসে বিস্তার করে আছে
অসংখ্য নাগপাশ। পা ফেলতেই ছোবল।

মর্গের দুয়ারে ঘুমন্ত লাশ
হয়তো এদের দেহ আবিষ্ট করে
নীচু মাথায় দাঁড়িয়ে আছে
কোনো মহৌষধি গাছ

যার ওষুধে ফিরে পায় নুতন জীবন
মানুষের কথা বলে।
শপথবাক্য পাঠের দ্বিধাহীন নিজস্ব নির্জন

তুমি কি বুনোঘাস উপড়ে ফেলে
অমূল্য বীজ বিকশিত করবে?
তাহলেই এসো, এই সিংহাসন তোমার।